ত্রিপুরা উচ্চ আদালত
আগরতলা

ভূমি অধিগ্রহণ আপীল নং ১১৭/২০১৯
(L.A. APP NO. 117/2019)

আগরতলা পৌরনিগম, প্রতিনিধিত্বে- কমিশনার, আগরতলা পৌরনিগম, কার্যালয়- প্যারাডাইস চৌমুহনী, আগরতলা, ডাকঘর- আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা

..... বাদী

বনাম

১. নিরঞ্জন ঘোষ, পিতা- মৃত যোগেন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণ ধলেশ্বর, জলের সাপ্লাই রোড, ডাকঘর- আগরতলা কলেজ, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা

২. জমি অধিগ্রহক, পশ্চিম ত্রিপুরা, কার্যালয়- আখাউড়া রোড, পুরানো সচিবালয় সদন, ডাকঘর- আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা

..... বিবাদী

সাথে

ভূমি অধিগ্রহণ আপীল নং ১১৯/২০১৯
(L.A. APP. NO. 119/2019)

আগরতলা পৌরনিগম, প্রতিনিধিত্বে- কমিশনার, আগরতলা পৌরনিগম, কার্যালয় - প্যারাডাইস চৌমুহনী, আগরতলা, ডাকঘর- আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা

..... বাদী

বনাম

১. নিরঞ্জন ঘোষ, পিতা- মৃত যোগেন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণ ধলেশ্বর, জলের সাপ্লাই রোড, ডাকঘর- আগরতলা কলেজ, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা

২. জমি অধিগ্রহক, পশ্চিম ত্রিপুরা, কার্যালয়- আখাউড়া রোড, পুরানো সচিবালয় সদন, ডাকঘর- আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা

..... বিবাদী

বাদীর পক্ষে : শ্রী টি.ডি. মজুমদার, বরিষ্ঠ আইনজীবী,
শ্রীমতি কে. দেববর্মা, আইনজীবী

বিবাদীর পক্ষে : শ্রী পি. গৌতম, আইনজীবী
শ্রী জি. এস. ভট্টাচার্য্য, আইনজীবী

মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী ইন্দ্রজিৎ মহান্তি

শুনানি এবং রায়ের তারিখ : ১৮ই নভেম্বর, ২০২১

প্রতিবেদনযোগ্য কিনা : হ্যাঁ

-: রায় এবং আদেশ (মৌখিক) :-

দুটি আবেদনই একই রকম প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত। এগুলি একসঙ্গে শোনা হল এবং এই সাধারণ রায়ের দ্বারা নিষ্পত্তি করা হল।

২. সংশ্লিট পক্ষগণের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনা হল। এতে কোনো বিরোধ নেই যে প্রাইভেট বিবাদী গত ১১.০৭.২০১২ তারিখ বাদী আগরতলা পৌরনিগম পক্ষে ভূমি অধিগ্রহক কর্তৃক অধিগৃহীত মৌজা- ইন্দ্রনগর, তহশিল - যোগেন্দ্রনগর অন্তর্গত ৪৩০০, ৪২৯৮/পি, ৪৩০৭, ৪৩০৬ এবং ৪২৯৭/২২৭২ নং হাল দাগ ভূমির নথিভুক্ত মালিক। প্রাইভেট বিবাদীর নামে মোট পাঁচটি অধিগ্রহনের নোটিস জারি করা হয় এই মর্মে যে, বিবাদীর ০.৩২০ একর (০.০১০০+ ০.১২০০+ ০.১৩৫০+ ০.০৩০০+ ০.০৩০০) অর্থাৎ ১৬ গন্ডা ভূমি বাদী নিগম কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে এক কানি ২০ গন্ডার সমান এবং ২.৫ কানি ১ একরের সমান। অধিগৃহীত ৪২৯৭/২৭৭২ নং দাগ হল ভিটি (টিলা) শ্রেণীর ভূমি। অধিগৃহীত ৪৩০০/পি নং দাগ হল টিলা শ্রেণীর ভূমি। অধিগৃহীত ৪২৯৮/পি নং দাগ হল টিলা শ্রেণীর ভূমি এবং অধিগৃহীত ৪৩০৭/পি এবং ৪৩০৬/পি নং দাগ হল টিলা শ্রেণীর ভূমি। এই দুটি সম্পৃক্ত মামলায় আমরা ০.০৪ একর পরিমাপের ৪২৯৭/২৭৭২ এবং ৪৩০৬/পি নং দাগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩. এই পাঁচটি বিজ্ঞপ্তি মুলে পৃথকভাবে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু হয় যা নিয়ে দাবিদার - বিবাদী রেফারেন্স দাখিল করেন এবং পরবর্তীতে এই আদালত সমীপে আপীলও করেন। দেখা যায়, বাদী ২০১৯ এর ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০ এবং ১২১ নং ভূমি অধিগ্রহণ আপীল দাখিল করেন। নিশ্চিতভাবে, উপরোক্ত পাঁচটি আপিলের মধ্যে তিনটি আপীল তথা ২০১৯ এর ১১৮, ১২০ এবং ১২১ নং ভূমি অধিগ্রহণ আপীল আগেই নিস্পত্তি করা হয় যেখানে ভূমি অধিগ্রহণ বিচারকের আদেশকেই মান্যতা দেওয়া হয়। অতএব, এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য বিষয় হল ২০১৯ এর ১১৭ ও ১১৮ নং ভূমি অধিগ্রহণ আপীল। তিনটি সম্পৃক্ত ভূমি অধিগ্রহণ আপিলের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই আদালতের মাননীয় একক বিচারক আগেই স্পষ্ট করেন ভূমির মূল্য নির্ধারণ করার সময় ভূমি অধিগ্রহন বিচারক একটি হিসাব করেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ বিচারকের কানি প্রতি ২৫ লক্ষ টাকা দরে নির্ধারিত হিসাবকেই মান্যতা দেওয়া হয়। তদনুসারে, বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য হল, যেহেতু আগরতলা পৌরনিগমের দাখিল করা অন্যান্য আপীলগুলি খারিজ হয়ে যায়, এই আপীলগুলিও যেন

একই রকমভাবে খারিজ করা হয়। কিন্তু তিনি এই আদেশ / রায়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি তথ্যগত ত্রুটির সম্পর্কে এই মর্মে এই আদালতের মনোযোগ আকর্ষণ করেন যে দাবিদার প্রমান পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন - ইহা ত্রুটিপূর্ণ যে ভূমির মূল্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপস্থাপিত সাফ কবলা অধিগৃহীত ভূমির নিকটস্থ। প্রাইভেট বিবাদি পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য হল, সাফ কবলা গুলি এগজিবিট ১ ও ২ রূপে চিহ্নিত এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উক্ত ভূমি একটি জলের ট্যাংক নির্মাণ করার জন্য ভূমি হারানো ব্যক্তির প্রতিবেশী থেকে আগরতলা পৌরনিগম কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছিল এবং আগরতলা পৌরনিগম কর্তৃক উক্ত ভূমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় কানি প্রতি ৮০ লক্ষ টাকা। নিশ্চিতভাবে, তিনি যথার্থই দাবি করেন বিবাদী এই বিষয়ে কোন আপীল করেননি কিন্তু তাঁর বক্তব্য হল, এই নথিটিই এই আদালত সমীপে চেলেঞ্জ করা এখনকার রেফারেন্সে মাননীয় ভূমি অধিগ্রহণ বিচারকের উপস্থাপিত সংকল্পকে ন্যায্যতা দেয়। অতএব, উপরোক্ত কারণে এই আদালত প্রাইভেট বিবাদী পক্ষের আইনজীবী কর্তৃক পেশ করা যুক্তি মেনে নেয় এবং ঠিক একই বিজ্ঞপ্তি মুলে উদ্ভূত আগরতলা পৌর নিগমের অন্যান্য আপীলগুলি খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই আপীলগুলিও খারিজ করা হল।

৪. এই সমূহ পর্যবেক্ষন ও নির্দেশনার সঙ্গে এই আবেদনগুলি খারিজ করা হল। এই ডিক্রী অনুসারে আগরতলা পৌরনিগম কর্তৃক জমাকৃত অর্থরাশি সুদসহ প্রাইভেট বিবাদীকে প্রদান করার জন্য রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।

৫. যদি কোন স্থগিতাদেশ থাকে, তা বাতিল বলে গণ্য হবে।
যদি কোন বিচারাধীন আবেদন থাকে তা নিস্পত্তি করা হল।
নিম্ন আদালতের নথি অনতিবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

(শ্রী ইন্দ্রজিৎ মহান্তি, প্রধান বিচারপতি)

<u>দায়বর্জন(Disclaimer)</u>

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।